৫০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ DEC. 08 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

রাবিতে জামাত-শিবিরের টিকে থাকার মূল কারণ ক্যাডারদের সুশৃংখল কার্যক্রম ও অবৈধ অস্ত্র

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাত-শিবিরের শক্তি সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক সমর্থনের উপর কখনই দাঁড়ায়নি। মূলত ক্যাডার ও সমর্থকদের সুশৃংখল কার্যক্রম এবং অবৈধ অস্ত্রের সাহায্যে সন্ত্রাসের মাধ্যমে জামাত-শিবির চক্র টিকে রয়েছে।

বরাবরই দু থেকে ৩শ' শিবির ক্যাডার ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস করে থাকে। এসব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রচলিত আইনে কখনোই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে শিবির সন্ত্রাসীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে সন্ত্রাসী তৎপরতায়। তারা বারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শিবিরের সন্ত্রাস, হত্যা, তান্ডবলীলায় মাঝে-মধ্যেই জিম্মি হয়ে যায় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়। গত ১৬ই নভেম্বরের শিবিরীয় তান্ডবের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন পর আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে। শিবির সন্ত্রাসীদের রক্ষার্থে বিএনপিসহ চারদলীয় জোট রাজশাহীতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এরা হুংকার ছেড়েছে, শিবির সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা বন্ধ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়া হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। এদের মধ্যে ছাত্রী প্রায় ৭ হাজার। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের দেয়া তথ্য মতে, বাকি ২১ হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র দেড় হাজার বা এর সামান্য কিছু বেশি সংখ্যক ছাত্র শিবির সদস্য। সন্ত্রাসী অপারেশনে অংশ নিয়ে থাকে এদের মধ্যে মাত্র ২ থেকে ৩শ' জন। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে থাকে তারা, আশ্রয় নেয় গেরিলা পদ্ধতির, সুপরিকল্পিত অপারেশন পরিচালনা করে বহিরাগত এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছুসংখ্যক মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে সে কারণে শিবির কর্মীদের প্রাণহানি দুএকটি ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি ঘটলেও সন্ত্রাসের শিকার হয় সাধারণ ছাত্রছাত্রী। অথবা অন্যান্য সংগঠনের কর্মীরা। হলের কক্ষ ভাঙচুর, ছাত্রদের মালামাল লুটপাট, রগকাটা এসব তারাই ব্যাপক এবং পরিকল্পিতভাবে করতে পারে।

সদস্য সংখ্যা বেশ কম থাকলেও শিবির কর্মীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ঘড়ি ধরে অপারেশন পরিচালনা করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হামলার সময়টি বেছে নেয় গভীর রাতে। যখন ছাত্ররা ঘুমে থাকে। অতীতে ও হলে সংঘটিত কয়েকটি সংঘর্ষ-তান্ডবের ঘটনায় দেখা গেছে, শিবির অতর্কিতে হামলা পরিচালনা করেছে এবং হামলার কিছু আগে তারা কৌশলে এ মর্মে প্রচার করেছে, 'আজ আর কোন গোলমাল হবে না।' বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বরত এক পুলিশ কর্মকর্তার মতে গত ১৬ই নভেম্বর রাতে জিয়া হলের একটি সিটের দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়। এ সময় শিবির সভাপতি ইমাজউদ্দিন মন্ডল বলে জানায়, 'সব ঠিক আছে, কিছু হবে না।' এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবিরের দুর্ধর্ষ ক্যাডার আবু হানিফ খন্দকারের নেতৃত্বে একযোগে সব হলেই অপারেশন শুরু হয়।

নির্যাতনের নতুন কৌশল ঃ ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীরা নির্যাতনের নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। সাধারণত অপারেশনগুলোতে শিবির ধারালো অস্ত্র, পিস্তল, বন্দুকের ব্যবহার করে থাকে। ছাত্রদের হাতপায়ের রগ কাটে। কিন্তু গত ১৬ই নভেম্বরের অপারেশনে তারা এগুলোর কোনটাই অবলম্বন করেনি। শিবির সন্ত্রাসীরা সেদিন লোহার রড, শাবল ও বাঁশের লাঠি ব্যবহার করে। 'হিট আর রান অপারেশনটি' হয় গ্রুপওয়াইজ। ৪/৫ জন করে ক্যাডারদের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপ ছাত্রদের উপর নির্যাতন চালায়। রুমে রুমে গিয়ে ছাত্রদের মেঝেতে ফেলে রড, শাবল এবং বাঁশের লাঠি দ্বারা এলোপাতাড়ি পেটায়। এক গ্রুপ নির্যাতন চালিয়ে চলে গেছে। আরেক গ্রুপ এসে পরম আনন্দে আবার নির্যাতন চালায়। এভাবে কয়েক ঘন্টার নির্মম নির্যাতনে সেদিন ছাত্রদের কারও হাত ভাঙে, কারও পা ভাঙে। ছাত্রদের শরীরে আঘাত ও মারের বিরাট বিরাট কালোদাগ জমে গেছে। এদের অনেকেই এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সাতে পাঞ্জা লড়ছে। গত ১৬ই নভেম্বর গোলাম আযমও রাজশাহীতে অবস্থান করছিলেন বলে জানা গেছে।

স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নেই কারও ঃ জামাত-শিবির চক্রের উপর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নেই কারও। এরা সন্ত্রাসের মাধ্যমেই টিকে রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র দেড় হাজার শিবির সদস্য। এখানে বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন ৭শ' ৩ জন। জামাতী শিক্ষক ৪০/৪৫ জন। এদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ জন শিবিরের রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ ও সন্ত্রাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। যাদের ১ জন ছিলেন বেড়া থানার রাজাকার কমান্ডার। পদার্থ বিজ্ঞানেরও এক শিক্ষক রাজাকার হিসেবে পরিচিত। আইন বিভাগে এক শিক্ষক আছেন যিনি রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রমৈত্রী নেতা জামিল আক্তার রতন হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। গত ১৭ই মার্চ '৯২'র ঘটনায় রসায়ন বিভাগের ১ জন শিক্ষক লতিফ হলে আগুন দেয়ার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি শিবির সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এসব তথ্য সরকারি সংস্থার নথি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রেকর্ড থেকে জানা গেছে।

শিবির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় না কখনোই ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ছাত্রশিবির সর্ববৃহৎ নজিরবিহীন তান্ডবলীলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় '৯২'র ১৭ই মার্চ। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গণিত বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক আমিনুল হক বেগের নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছিল। যা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর ধারাবাহিকভাবে শিবির সন্ত্রাসীরা '৯৩'র ১৯শে সেপ্টেম্বর, '৯৭'র ২৬শে এপ্রিল ও চলতি বছরের ১৬ই নভেম্বর ক্যাম্পাসে ভয়াবহ তান্ডবলীলা চালায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে শিবির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইনে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কখনোই। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এ ব্যাপারে বহুবার দাবি জানিয়েও কোন ফল পায়নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শক্তিশালী শৃংখলা বোর্ড রয়েছে। শিবির সন্ত্রাসীদের বহিষ্কারের ব্যাপারে কখনও এ বোর্ডে আলোচনাও হয়নি বলে জানা গেছে। এসব কারণেই শিবির সন্ত্রাসীরা একের পর এক তান্ডব ও সন্ত্রাস চালাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল মনে করে।

অভিযান চলে, অস্ত্র উদ্ধার হয় না, দুর্ধর্ষ ক্যাডাররাও ধরা পড়ে না ঃ শিবিরের তান্ডব-হামলার পরপরই পুলিশি তল্লাশি অভিযান চলে প্রতিবারই। গ্রেফতারও হয় অনেক। কিন্তু দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীরা কখনোই ধরা পড়ে না। অস্ত্রও উদ্ধার হয় না। কিছুদিন পরেই সন্ত্রাসীরা জামিনে চলে আসে, তখন আর পুলিশ তাদের ধরতেও পারে না। গত ১৬ই নভেম্বরের পর পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মেসগুলোতে তল্লাশি চালিয়ে এ পর্যন্ত ৬৫ জন শিবির কর্মী সমর্থককে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু মূল ক্যাডাররা কেউই ধরা পড়েনি। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, এরা পুলিশের সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপাতত শিবির কর্মীরা রাতে হলগুলোতে থাকছে না। ভোরের নামাজশেষে তারা বাইরে থেকে ক্যাম্পাসে আসে, সারাদিন থেকে রাত ৯/১০টায় বাইরে চলে যায়। সারাদিন পুলিশের সামনেই ঘোরাঘুরি করে।

বিএনসিসিতে শিবিরের প্রশিক্ষণ ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর) বিএনসিসি, রোভার স্কাউট- এ দুটি সংগঠনের ভেতর শিবির গোপনে কৌশলে তাদের তৎপরতা চালায়। তাছাড়া ছাত্রলীগ (বা-অ)-এর মধ্যেও রয়েছে শিবিরের চর। জানা গেছে, শিবির বিএনসিসির সেনা, নৌ ও বিমান শাখায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সেনা শাখার কমান্ডার ক্যাম্পাসে সকল প্রকার সন্ত্রাসী তৎপরতার নেতৃত্ব দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি থাকলেও তারা এ ব্যাপারে নির্বিকার।

শিবির সন্ত্রাসীদের রক্ষা করছে বিএনপি ঃ গত ১৬ই নভেম্বরের হামলায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক শীর্ষ নেতাসহ দুজন ছাত্রদল কর্মী গুরুতর আহত হয়। অথচ বিএনপি-জামাতসহ চারটি দল শিবিরের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার বন্ধ না করলে ক্যাম্পাস অচল করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। গত ২২শে নভেম্বর নগরীতেই এ চারটি দল মিছিল ও সমাবেশ করেছে। জাতীয় রাজনীতির কারণে স্থানীয় বিএনপি শিবির সন্ত্রাসীদের পক্ষাবলম্বন করায় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সংবাদ প্রতিনিধিকে হত্যা করা হবে ঃ ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীরা সংবাদ-এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা এন এম জাহাঙ্গীর আলম আকাশের হাত-পা কেটে ফেলে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। শিবির সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেল ও নগরীর এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মেসগুলোতে এ হুমকির কথা প্রচার করছে। এ ব্যাপারে গত ২৩শে নভেম্বর মতিহার থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। যার নম্বর-১০২৩।

সর্বশেষ ঃ গত ১৬ই নভেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর ক্যাম্পাসের হলগুলোতে এখনও আতংক কাটেনি। উপস্থিতির হার খুবই কম। ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আবারও সংগঠিত হচ্ছে।